সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ ২০১৭

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

সেনাসদর কনফারেন্স হল, ঢাকা সেনানিবাস, রবিবার, ২৫ আষাঢ় ১৪২৪, ০৯ জুলাই ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নিরাপত্তা উপদেষ্টা,

সেনাবাহিনী প্রধান,

প্রতিরক্ষা সচিব,

উপস্থিত জেনারেলবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ-২০১৭ এর এই সভায় যোগদান করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই সভায় আপনারা যোগ্য অফিসারদেরকে পদোন্নতির জন্য নির্বাচন করবেন। কাজেই সভাটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। আমি আশা করি আপনারা সেনাবাহিনী তথা জাতির জন্য সততা, ন্যায়পরায়নতা ও সুবিচারের সাথে এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করবেন।

আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আরও স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী ত্রিশ লাখ শহীদ ও সম্ভ্রমহারা দু'লাখ মা-বোনকে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের সময়েই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যাত্রা। শত প্রতিকূলতার মাঝেও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে এবং বিজয়কে অর্থবহ করার অভিপ্রায়ে তিনি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

১৯৭২ সাল হতে ১৯৭৩ সালের মধ্যে সেনাবাহিনীতে নতুনভাবে গড়ে তোলা হয় ইঞ্জিনিয়ার্স, সিগন্যাল্‌স, আর্মি সার্ভিসেস, অর্ডন্যান্স, মিলিটারী পুলিশ, রিমাউন্ট ভেটেরিনারী এন্ড ফার্ম ও মেডিকেল কোর। সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। সামরিক বাহিনীর জন্য বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন প্রযুক্তি সমৃদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও সাজ-সরঞ্জাম।

জাতির পিতার প্রণীত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতা আমাদের সরকার অব্যাহত রেখেছে। আপনাদের স্মরণ আছে ১৯৯৬ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যাপক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের মান আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার কয়েকটি নতুন প্রশিক্ষণ একাডেমীসহ বিদ্যমানগুলোর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। পদাতিক কোরের উন্নয়ন ও কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও সেনাসদস্যদের চিকিৎসা, বেতন ভাতা ও আবাসনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও পুনর্গঠনমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

বর্তমান সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০০৯ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ অব্যাহত ছিল। সেনাবাহিনীকে আরও কার্যক্ষম ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নতুন পদাতিক ডিভিশন ও ব্রিগেড প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদিতে সজ্জিত করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১১ই জানুয়ারী বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির প্রথম শর্ট কোর্সের সমাপনী কুচকাওয়াজে উন্নত বিশ্বের চৌকস সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ একাডেমীর সমতুল্য একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রশিক্ষণ একাডেমীগুলো আজ বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত।

প্রিয় জেনারেলবৃন্দ,

আপনারা জানেন উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর ধারাবাহিকতায় সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমান সরকার তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে সেনাবাহিনীর উন্নয়নের লক্ষ্যে অতি অল্প সময়ে যথাসম্ভব সকল বাস্তবমুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যে দুইটি নতুন

পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। একই সাথে লেবুখালী, মিঠামাইন ও পদ্মা সেতু এলাকায় বৃহদাকার সেনানিবাস স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সবনির্ভর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বিদেশী প্রযুক্তির পাশাপাশি নিজসব উদ্ভাবনী ও প্রযুক্তি সংযোজিত হয়েছে। এই কারখানায় উৎপাদিত অস্ত্রসমূহ আমাদের আমদানির নির্ভরতা কমাচ্ছে।

আমাদের সংবিধানে বর্ণিত ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সমুন্নত রাখতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাদের শৃংখলা, দক্ষতা ও কর্তব্যবোধের প্রত্যয় বিশ্ব দরবারে সবীকৃতি পেয়েছে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ পুরো জাতিকে বিরল সম্মানে গৌরবান্বিত করেছে।

আমাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রত্যেক বৎসরই আমাদের নানা রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেনাবাহিনীর সদস্যরা যেভাবে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছে তা জনগণের প্রভূত প্রশংসা ও বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে। যে কোন দুর্যোগে সেনাসদস্যরা দ্রুত গতিতে সাড়া দিয়ে সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর ফলে সেনাবাহিনীর উপর সকলের আস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্প্রতি রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে পাহাড় ধ্বসে সমগ্র এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে নিরলস প্রচেষ্টায় তা দ্রুত পুনরুদ্ধার অভিযান ও পাহাড় ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্তদের খাবার, পানি ও চিকিৎসাসেবা প্রদানসহ সাতটি শেল্টার সেন্টার এর দায়িত্ব গ্রহণ করে জনগণের সেবায় আপনারা নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। রাঙ্গামাটিতে উদ্ধার কার্যক্রম চলাকালীন দুই জন সেনা কর্মকর্তাসহ পাঁচজন সহকর্মীকে হারানোর ব্যথা নিয়ে রোজা রেখে আর্তমানবতার সেবায় আপনাদের এই আত্মত্যাগ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আমি সেনাবাহিনীর সদস্যদের আত্মত্যাগকে গভীর সমবেদনার সাথে স্মরণ করছি।

এছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, পরিবেশ উন্নয়ন, অগ্নিকান্ড ও অন্যান্য দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রমে সেনাবাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেশবাসীর ভূয়সী প্রশংসা কুঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের নিরাপত্তা ও তদারকি, 'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প' এর সুপারভিশন পরামর্শক হিসেবে স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিভিন্ন প্রতিকূলতায় থমকে যাওয়া মেরিন ড্রাইভ সড়কটি সকল প্রকার কারিগরি মান বজায় রেখে দেশজ সম্পদ এবং মেধা ব্যবহার করে নির্ধারিত সময়ের আগেই অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছে। ০৬ জন সেনাসদস্যের অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সেনাবাহিনী তার পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ও জঙ্গি তৎপরতা দমনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরায় ও সিলেটের আতিয়া মহলে সেনাবাহিনীর কমান্ডো ইউনিটের জঙ্গিবিরোধী অভিযান দেশে ও বিদেশে সেনাবাহিনীর উন্নত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সেনাসদস্যরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে আতিয়া মহল থেকে ২১ জন শিশুসহ সর্বমোট ৭৮ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করে। সফলভাবে এই দুটি জিম্মি উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করার জন্য আমি আপনাদেরকে আবারো আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রিয় জেনারেলবৃন্দ,

সেনাসদস্যদের মনোবল বৃদ্ধিতে বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কল্যাণমুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন সেনানিবাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা সুবিধাসহ ঢাকা সিএমএইচকে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হাসপাতালে পরিণত করার পাশাপাশি বিভিন্ন সেনানিবাসে আর্মি মেডিক্যাল কলেজ, বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি এবং আর্মি স্কুল অব বিজনেস এন্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন গঠন করা হয়েছে।

এছাড়াও সেনাবাহিনীতে আরও ৫টি ডেন্টাল কলেজ এবং ৫টি নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন আছে। এর ফলে চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষার মান বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বাংলাদেশের একমাত্র বার্ন ইউনিট ও প্লাষ্টিক সার্জারি হাসপাতাল নির্মাণ এর কাজ সেনাবাহিনীকে অর্পন করা হয়েছে। যা দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম একটি হাসপাতাল হবে।

আমি আশা করি আপনারা এরূপ মহতী উদ্যোগ অব্যাহত রাখবেন এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করে জনগণের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আস্থা অর্জনে আরও অগ্রগামী হবেন।

বর্তমান সরকারের সময় আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য বেতন কাঠামো পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের জন্য জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পের কাজও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সশস্ত্র বাহিনীর তথা সেনাবাহিনীর অফিসারদের মনোবল বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী। আমাদের সরকারই সর্বপ্রথম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মহিলা অফিসার এবং আর্মি মেডিকেল কোরে প্রথমবারের মত মহিলা সৈনিক অন্তর্ভুক্ত করে। এছাড়াও, বর্তমানে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কোরে মহিলা সৈনিকরা অত্যন্ত সফলতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।

আমি আরও খুশি হয়েছি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মহিলা অফিসারগণ স্টাফ কলেজ সম্পন্ন করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পাচ্ছেন এবং ইতোমধ্যে ২ জন নারী অফিসার সেনা বিমানে পাইলট হিসাবে প্রশিক্ষিত হয়েছেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক কঙ্গোতে প্রেরিত একটি মেডিকেল কন্টিনজেন্টের কন্টিনজেন্ট কমান্ডার হিসেবে মহিলা অফিসার এর সফল শান্তিরক্ষা কার্যক্রম জাতিসংঘ ও বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্যোগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এ সকল অর্জনগুলো নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে আরো বেগবান করবে; ফলে সামগ্রিক আর্থ সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি আশা করছি, ভবিষ্যতে জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড আপনারা আরও অধিক সম্পৃক্ত হবেন। এই জন্য যোগ্য, দক্ষ, কর্মক্ষম এবং দেশপ্রেমিক অফিসারদের হাতে এর নেতৃত্ব ন্যস্ত করতে হবে। আমি খুবই আনন্দিত যে, সেনাবাহিনীর অফিসারদের পদোন্নতির জন্য TRACE (Tabulated Record and Comparative Evaluation) এর মত একটি আধুনিক পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। যা পেশাগত দক্ষতার বিভিন্ন দিকের তুলনামূলক মূল্যায়ন প্রকাশ করে।

উপস্থিত জেনারেলবৃন্দ,

আমি আশা করবো, এই নির্বাচনী পর্ষদ উপযুক্ত কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করবেন। পদোন্নতি প্রদানের সময় যে সমস্ত বিষয় বিবেচনায় আনা উচিত বলে আমি মনে করি তা হলোঃ

ক। <u>মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসঃ</u> মহান মুক্তিযুদ্ধ হাজার বছরের বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল ও গৌরবময় অধ্যায়। আদর্শগতভাবে বাংলাদেশের সবাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সামরিক বাহিনীর জন্য অত্যন্ত• মৌলিক এবং মুখ্য বিষয়। আপনাদের সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ন্যস্ত হয় তাঁদেরই হাতে যাঁরা দেশপ্রেমিক ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী।

খ। <u>নিযুক্তিগত সর্বোচ্চ উপযোগিতা গ্রহণযোগ্যতাঃ</u> একজন অফিসার কেবল একটি পদ বা নিযুক্তির জন্যই যোগ্য না হয়ে বরং বিভিন্ন প্রকার নিযুক্তি যেমন-কমান্ড, স্টাফ, প্রশিক্ষকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিযুক্তির জন্য উপযুক্ত হন। বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁদের শিক্ষা, মনোভাব, সামাজিকতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরীক্ষা করেই পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। এতে করে সকলের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

গ। <u>মাঠ পর্যায়ে প্রায়োগিক দক্ষতাঃ</u> প্রশিক্ষণ এবং একাডেমিক যোগ্যতার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে যারা দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে তাদেরকেও বিবেচনায় নিতে হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যারা অবদান রেখেছে তাদেরও যেন মূল্যায়ন হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ঘ। এছাড়া নেতৃত্বের গুণাবলী, পেশাগত দক্ষতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং সর্বোপরি সততা, বিশ্বস্ততা, আনুগত্য বিবেচনায় নিতে হবে।

একটি দেশের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত এবং সুসংহত করতে একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যাঁরা সুশিক্ষিত, কর্মক্ষম, সচেতন, বুদ্ধিমান এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী এরূপ যোগ্য অফিসারদের কাছে নেতৃত্ব ন্যস্ত করতে হবে।

জেনারেলবৃন্দ,

আপনাদের সব কিছুর উর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক যোগ্য নেতৃত্ব খুঁজে বের করতে হবে।

দেশে কর্মরত সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ আজ এখানে একত্রিত হয়েছেন। আপনাদের প্রজ্ঞা, বিচার-বুদ্ধি এবং ন্যায়পরায়ণতার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে, আপনারা ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে উপযুক্ত নেতৃত্ব নির্বাচনে সর্বতোভাবে সফল হবেন এ আশা করে সেনাপ্রধানকে সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ-২০১৭ এর কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি প্রদান করছি। আমি নির্বাচনী পর্ষদ-২০১৭ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দীর্ঘজীবী হোক।

...